অধ্যায় - ২২

সর্প-দংশন হতে রক্ষা- ১) শ্রী বালাসাহেব মিরীকর, ২) শ্রী বাপুসাহেব বুটী, ৩) শ্রী আমীর শক্কর; শ্রী হেমাডপন্ত, বাবার মতামত

সাপ মারার বিষয়ে বাবার পরামর্শ ঃ-

শ্রী সাইবাবার ধ্যান কি ভাবে করা যেতে পারে? ঐ সর্বশক্তিমানের প্রকৃতি বা স্বরূপ অত্যন্ত গভীর - যার বর্ণনা করতে বেদ এবং সহস্রমুখী অনন্তনাগও নিজেকে অক্ষম মনে করেন। ভক্তদের অনুরাগ তাঁর স্বরূপ বর্ণনায় তৃপ্ত হয় না। ওদের ত দৃঢ় ধারণা যে, কেবল বাবার শ্রীচরণেই আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। তাঁর চরণের ধ্যান ছাড়া জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্যপ্রাপ্তির অন্য কোন পথ তাদের জানা নেই। হেমাডপন্ত ভক্তি ও ধ্যানের এক অতি সরল পথ উল্লেখ করছেন -

কৃষ্ণ পক্ষ আরম্ভ হতেই চন্দ্রমা প্রতি দিন ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে এবং তার প্রকাশও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে। শেষে অমাবস্যার দিন চাঁদ সম্পূর্ণ বিলীন থাকার দরুণ চারিদিকে রাতের ভয়ঙ্কর অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্লপক্ষ শুরু হতেই সবাই চন্দ্রদর্শনের জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। এরপর দ্বিতীয়ায় চাঁদ যখন স্পষ্ট দেখা যায় না, তখন লোকেদের গাছের দুটি শাখার মাঝখান থেকে চাঁদ দেখতে বলা হয়। যখন এই ভাবে শাখাগুলির মাঝখান থেকে মন দিয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা হয়, তখন দূরে আকাশে ছোট্ট চন্দ্র রেখা দৃষ্টিগোচর হতেই মন অতি প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেই আমাদের বাবার শ্রীদর্শনের চেষ্টা করা উচিত। বাবার ছবির দিকে দেখো! আহা, কত সুন্দর। তিনি পা মুড়ে বসে আছেন এবং ডান পা টি বাঁ হাঁটুর উপর রাখা। বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলি ডান পায়ের উপর ছড়ান রয়েছে। তর্জনী ও মধ্যমার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল। এই ভঙ্গীমার দ্বারা বাবা বোঝাতে চাইছেন- যদি তুমি আমার আধ্যাত্মিকে দর্শন করতে ইচ্ছুক তাহলে অভিমানশূণ্য ও বিনম্র হয়ে উক্ত দুই আঙ্গুলের মাঝখান থেকে আমার চরণের আঙ্গুলের ধ্যান করো। তবেই তুমি সেই সত্য-স্বরূপ দর্শন করতে সফল হবে। ভক্তি প্রাপ্ত করার এটা সব চেয়ে সরল পথ।" এবার আসুন, একটু শ্রী সাইবাবার জীবনী অবলোকন করি। শিরডী জায়গাটি বাবার অবস্থানের ফলস্বরূপই তীর্থস্থল হয়ে ওঠে। চারিদিক

দিয়ে লোকেদের ভীড় দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে এবং ধনী ও নির্ধন সবারহ কোন-না-কোন ভাবে লাভ হচ্ছে। বাবার অসীম প্রেম, তাঁর অদ্ভুত জ্ঞান ভাণ্ডার এবং সর্বব্যাপকতার বর্ণনা করার সামর্থ্য কার আছে? ধন্য তো সে-ই, যে বাবার একটি বা সবকটি গুণের অনুভূতি পেয়েছে। কখনো-কখনো তিনি ব্রহ্মে লীন থাকার দরুণ দীর্ঘ সময় অবধি মৌন ধারন করে থাকতেন। আবার কোন-কোন সময় এই চৈতন্যধন ও আনন্দ-মূর্তি ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। কখনো দৃষ্টান্ত দিতেন তো কখন হাসি-ঠাট্টা করতেন। কখনো সরল-স্বাভাবিক চিত্তে থাকতেন তো কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর শ্রীমুখের দর্শন, তাঁর সাথে কথাবার্তা বলা এবং লীলা শোনবার ইচ্ছে সদা অতৃপ্তই থেকে যেত। তবুও আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। বৃষ্টির জলবিন্দুর গণনা হতে পারে, বাতাসকে চামড়ার থলিতে সঞ্চিত করা যায়, কিন্তু বাবার লীলার থৈ অথবা কূল-কিনারা কেউ পেতে পারবে না। এবার সেই লীলার একটি লীলা শ্রবণ করুন। ভক্তদের বিপদের কথা আগেই জেনে বাবা তাদের সময়মতো সতর্ক করে দিতেন। শ্রী বালাসাহেব মিরীকর (সরদার কাকাসাহেবের সুপুত্র ও কাপরগাঁও-য়ের মামলৎদার) একবার সরকারী কাজে চিত্‌লী যাচ্ছিলেন। সেই সময় পথে (শিরডীতে) শ্রী বাবার দর্শনার্থে উপস্থিত হন। মস্‌জিদে গিয়ে বাবার চরণ বন্দনা করেন এবং প্রতি বারের ন্যায় স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় আলোচনা শুরু হয়। বাবা ওঁকে সতর্ক করে বলেন-"তুমি যেখানে বসে আছো, সেটাই দ্বারকামাঈ। তিনি নিজের সন্তানদের সমস্ত দুঃখ এবং বিপদ আপদ দূর করে দেন। এই মস্‌জিদ মা পরম কৃপাময়ী। তিনি সরল হৃদয়ের ভক্তদের সমস্ত বিপদ থেকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। তাঁর কোলে যে একবার বসে, তার সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যায়। যে তাঁর ছত্রছায়ায় বিশ্রাম করে, সে আনন্দিত ও সুখী হয়।" এর পর বাবা ওঁকে আশীর্বাদ দেন।

শ্রী বালাসাহেব রওনা হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াতে বাবা বলেন- " তুমি কি লম্বা বাবাকে (অর্থাৎ সাপ) চেনো?" এবং নিজের বাঁ মুঠো বন্ধ করে ডান কনুইয়ের কাছে এনে হাতটাকে সাপের মত নাড়িয়ে বললেন- "এ বড়ই ভয়ঙ্কর, কিন্তু দ্বারকামাঈয়ের সন্তানদের সে কি ক্ষতি করতে পারে? যখন স্বয়ং দ্বারকামাঈ ওদের রক্ষা করেন, তখন সাপের সামর্থই বা কি?" সেখানে উপস্থিত লোকেরা এবং মিরীকর এই ভাবে সাবধান করার কারণ জানতে চাইতেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সাহস কারো ছিল না। বাবা শামাকে মিরীকরের সাথে চিতলী যেতে আদেশ দেন। বালাসাহেবকে শামা এই খবরটি দিতেই, বালাসাহেব বলেন- "পথে অনেক অসুবিধে হতে পারে। তাই শুধ-শুধু আপনার কষ্ট করার কি দরকার?" বালাসাহেবের মত শামা বাবাকে জানান। বাবা

বলেন- "আচ্ছা, ঠিক আছে, যেও না। যাতে ভালো হয় সেই রকম কাজই করা উচিত। যা ঘটবার, সে তো ঘটবেই।" এরপর বালাসাহেব খানিকক্ষণ চিন্তা করে শামাকে তাঁর সাথে চিত্‌লী যেতে অনুরোধ করেন। তখন আবার বাবার অনুমতি নিয়ে শামা বালাসাহেবের সাথে টাঙ্গায় রওনা হন। ওঁরা নটায় চিত্‌লী পৌঁছন ও মারুতি মন্দিরে গিয়ে ওঠেন। দপ্তরে কর্মচারীরা তখনও এসে পৌঁছয়নি বলে ওঁরা এদিক-ওদিককার কথা বলতে লাগলেন। বালাসাহেব মাদুরের উপর দৈনিক পত্র নিয়ে শান্ত হয়ে বসেছিলেন। ওঁর ধূতির উপরের অংশটি কোমরের কাছে পড়েছিল। তার এক ভাগের উপর একটা সাপ বসেছিল। কারো চোখ সেদিকে যায়নি। ওদিকে সাপ হিস্-হিস্ শব্দ করতে-করতে এগিয়ে চলে। এই আওয়াজটা শুনে চাপড়াসীটা দৌড়ে আসে। সাপ দেখে সে 'সাপ - সাপ' বলে উচ্চস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। বালাসাহেব অত্যন্ত ভয় পেয়ে কাঁপতে শুরু করেন। শামাও হতবাক্ হয়ে যান। উনি ও অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা ধীরে-ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়ে হাতে লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হলেন। সাপটা ধীরে-ধীরে কোমর থেকে নীচে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গেই ওকে মেরে ফেলা হল। বাবা যে বিপদের ভবিষ্যবাণী করেছিলেন, সেটা এই ভাবে কেটে গেল। বলা বাহুল্য, সাই চরণে বালাসাহেবের প্রেম আরও দৃঢ় হয়ে উঠল।

বাপু সাহেব বুটী ঃ-

একদিন মহান জ্যোতিষী শ্রী নানাসাহেব ডেঙ্গলে বাপুসাহেব বুটীকে (যিনি সেই সময় শিরডীতেই ছিলেন) বলেন- "আজকের দিনটা তোমার জন্য অত্যন্ত অশুভ এবং তোমার জীবন সংকটাপন্ন।" এই কথা শুনে বাপু সাহেব অত্যন্ত অধীর হয়ে ওঠেন। প্রতিদিনের ন্যায় যখন উনি বাবার দর্শন করতে যান, তখন বাবা ওঁকে জিজ্ঞাসা করেন- "নানা কি বলছে? ও তোমার মৃত্যুর ভবিষ্যবাণী করছে? কিন্তু তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" সন্ধ্যাবেলায় বুটীসাহেব নিজের শৌচ-গৃহে বা একটা সাপ দেখতে পান। ওঁর চাকরও সাপটা দেখতে পেয়ে সেটাকে মারবার জন্য একটা পাথর তুলে নেয়। বাপুসাহেব একটা লম্বা লাঠি আনতে পাঠান। কিন্তু লাঠি আনার আগেই সাপটা চলতে শুরু করে এবং শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবার অভয়বাণীর কথা স্মরণ করে বাপুসাহেব খুবই খুশী হন।

অমীর শক্কর ঃ-

কোরলে গ্রামের (তালুক কোপর গ্রাম) আমীর শক্কর নামে এক গ্রাম্য মুচি ছিল।

সে বান্দ্রাতে দালালীর কাজ করতো। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে তার গণনা করা হতো। একবার সে গেঁটে বাত রোগে কষ্ট পাচ্ছিল। যখন 'খোদা'র কথা মনে পড়ে, তখন সে কাজ-কর্ম ছেড়ে শিরডী চলে আসে এবং বাবার কাছে আরোগ্য প্রার্থনা করে। তখন বাবা ওকে 'চাওড়ী'-তে থাকতে আজ্ঞা দেন। 'চাওড়ী' সে সময় একটি অস্বাস্থ্যজনক জায়গা হওয়ার দরুণ এই ধরনের রোগীদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। গ্রামের অন্য যে কোন জায়গা তার জন্য বেশী ভালো হতে পারত। কিন্তু বাবার কথাই এখানে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ও মুখ্য ঔষধি। বাবা ওকে মস্‌জিদে আসতে দিতেন না ও 'চাওড়ী'-তেই থাকতে বলেন। সেখানে থেকে ওর খুব লাভ হয়। বাবা ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলায় 'চাওড়ী'-র পাশ দিয়ে হয়ে যেতেন এবং একদিন অন্তর শোভাযাত্রার সাথে সেখানে আসতেন ও বিশ্রাম করতেন। তাই আমীর বাবার সান্নিধ্যও সহজেই পেয়ে যেত। আমীর সেখানে পুরো ন' মাস ছিল। কিন্তু এক সময় ওর কোন এক অন্য কারণে ওখানে থাকতে-থাকতে বিরক্তি ধরে যায়। তাই সেই জায়গাটি ছেড়ে চুপিচুপি সে কোপর গ্রামের এক ধর্মশালায় এসে ওঠে। সেখানে একটি ফকির ওর কাছে জল চায়। লোকটির প্রায় মরো মরো অবস্থা। আমীর তাকে জল দেয় এবং জলটা খেতেই সে মারা যায়। এবার আমীর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একবার মনে হয় - ধর্মশালার অধিকারীদের এ বিষয়ে খবর দেওয়া উচিত। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে- "প্রথম ও একমাত্র সংবাদ দাতা হিসেবে আমিই ধরা পড়ব।" এইবার অনুমতি না নিয়ে শিরডী ছাড়ার জন্য আমীর সত্যি-সত্যিই অনুতপ্ত বোধ করছিল। বাবার কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে ও বাবার নাম নিতে-নিতে সূর্য্য উদয় হওয়ার আগেই শিরডী পৌঁছে চিন্তামুক্ত হয়ে যায়। তারপর ও 'চাওড়ী'তে বাবার ইচ্ছে ও আজ্ঞানুসারে থাকতে শুরু করে এবং শীঘ্রই রোগমুক্ত হয়ে যায়। একবার মাঝ রাতে বাবা জোরে ডাক দেন- "ও আব্দুল! কোন দুষ্ট প্রাণী আমার বিছানায় উঠেছে।" আব্দুল লণ্ঠন নিয়ে বাবার বিছানা নিরীক্ষণ করে, কিন্তু সেখানে কিছু পাওয়া যায় না। বাবা ভালোভাবে সমস্ত জায়গাটি দেখতে বলেন। তিনি নিজের ডাণ্ডাটাও মেঝেতে ঠোকেন। বাবার এই লীলা দেখে আমীরের মনে হয় যে বাবা বোধহয় কোন সাপের আশঙ্কা করছেন।

দীর্ঘকাল বাবার সাথে থাকার দরুন আমীর বাবার কথা বা ইঙ্গিত বুঝতে পারত। হঠাৎ নিজের বিছানার কাছে ও কিছু একটা নড়তে দেখে। আব্দুলকে লণ্ঠনটা আনতে বল্লে। সেই আলোয় দেখা যায় যে, একটা সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। তক্ষুনি সেটাকে মেরে ফেলা হয়। এই ভাবে বাবা সময় মতন সতর্ক করে আমীরের প্রাণ

রক্ষা করেন।

বিছে ও সাপ ঃ-

১) বাবার আজ্ঞানুসারে কাকাসাহেব দীক্ষিত শ্রী একনাথ মহারাজের দুটি গ্রন্থ - ভাগবৎ ও ভাবার্থ রামায়ণ নিত্য পাঠ করতেন। একবার যখন কাকাসাহেব রামায়ণ পাঠ করছিলেন সেই সময় হেমাডপন্তও শ্রোতাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। নিজের মা'য়ের আদেশানুসার হনুমান কিভাবে শ্রীরামের শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেন - এই প্রসঙ্গ চলছিল। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিল ও হেমাডপন্তেরও অবস্থা একই। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বিছে ওঁর কাঁধের উপর এসে বসে, কিন্তু সেদিকে ওঁর কোনই খেয়াল ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরকে স্বয়ং শ্রোতাদের রক্ষা করতে হয়। হঠাৎ ওঁর চোখ কাঁধের উপর পড়ে এবং তখন উনি বিছেটাকে দেখতে পান। তাকে দেখে মৃতপ্রায় মনে হচ্ছিল - যেন সেও কথার আনন্দে তন্ময় হয়ে গেছে। হরি ইচ্ছা জেনে ও পাঠে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি না করে, হেমাডপন্ত বিছেটাকে নিজের ধুতির দুই আগায় জড়িয়ে দূরে বাগান ফেলে আসেন।

২) আরেকবার সন্ধ্যার সময় কাকাসাহেব নিজের 'ওয়াড়া'তে বসে ছিলেন। ঠিক সেই সময় গর্তের মধ্যে দিয়ে একটা সাপ সেখানে ঢুকে গুটিয়ে রইল। আলো আনাতে প্রথমটায় একটু চমকে যায়, কিন্তু পরে সেখানেই চুপটি করে বসে থাকে। অনেকেই লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে আসে, কিন্তু সে এমন একটা সুরক্ষিত স্থানে বসেছিল যে, সেখানে কারো মারের কোন লাভ হত না। লোকেদের হৈ-চৈ শুনে সাপটা শীঘ্রই সেই গর্তটার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল । তারপর সবাই একটু শান্তি পেলো।

বাবার মতামত ঃ-

একজন ভক্ত, মুক্তারাম বলল- "যাক্, ভালোই হল। একটি প্রাণীর প্রাণ তো বাঁচল।" শ্রী হেমাডপন্ত তার কথা অবজ্ঞা করে বলেন- "সাপ জাতীয় জীবদের মেরে ফেলাই উচিত।" এই ভাবে এই বিষয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এক দলের মত সাপ ও তার মত জন্তুদের মেরে ফেলাই উচিত। অন্য দলের মত এর ঠিক বিপরীত। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল, তাই কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই বিবাদ স্থগিত করতে হলো। পরের দিন এই প্রশ্নটি বাবার সামনে তোলা হয়। তখন বাবা স্থির সিদ্ধান্ত জানালেন- "সব জীব ও প্রাণীদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন - তা সে সাপ হোক্ বা বিছে। তিনিই এই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কর্তা এবং প্রত্যেকটি প্রাণী যেমন সাপ, বিছে,

ইত্যাদি ওঁর আজ্ঞাই পালন করে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কারো ক্ষতি করতে পারে না। তাই আমাদের সব প্রাণীদের ভালোবাসা উচিত, করুণা করা উচিত। সংঘর্ষ ও বৈষম্য বা মারামারি ছেড়ে শান্ত মনে জীবন যাপন করা উচিত। ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করেন।"

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।